মানসিংহ

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

BANGLADARSHAN.COM

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমলকলদঙ্গে॥
টলটল ঢলঢল চলচল ছলছল
কলকল তরলতরঙ্গে।
পুলকিত শিবজট বিঘটিত সুবিকট
লটপট কমঠ-ভুজঙ্গে॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধিকর নিকরকরঙ্গে।
ভুবন ভবন লয় ভজন ভাবিকময়
ভারত ভবভয়ভঙ্গে॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদী-সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক-অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানা ধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিল মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় লইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

মানসিংহ আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।
বিনা ভয়ে প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥
ঝড়-বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জলে পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥
ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি।
শেষে পুনঃ অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলচরে।
ঝড়-বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥
দেবীর আদেশে ধায় যত জলচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি

BANGLADARSHAN.COM

ধন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড়তড় ঝড় বহে ঝড়ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে॥
দশদিক্ অন্ধকার করিল মেঘগণ।
দুনো হায় বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী॥

ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাপি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদুবাজার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তালার হুতাশে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায়॥
কাঙ্গাল হইল সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হইল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥
গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইল চড়ি নায়॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায়।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈল বড়।

BANGLADARSHAN.COM

বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্য্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায়॥
এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবৎ।
যোগাইল যত দ্রব্য কি কব তাবৎ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিল কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার॥
দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥
মানসিংহ বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম।
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম॥
অন্নপূর্ণা-পূজা কৈল মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড়-বৃষ্টি দেবীর কৃপায়॥
মানসিংহ গেল মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময়॥
আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দ-দেবে কব তাহা কত॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইল।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিল॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা॥

BANGLADARSHAN.COM

মানসিংহের যশোর যাত্রা

ধাঁ ধাঁ গুড়গুড় বাজে নাগরা।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥

পয়দল কলবল ভূতল টলমল
সাজিল দলবল অটল সোয়ারা।
দামিনী তকতক ধানকী ধকধক
ঝকমক চকমক খর তরবারা॥
ব্রাহ্মণ রাজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত
মোগল মাহুত রণ অনিবারা।
ভাঁড় কলাবত নাচত গায়ত
ভারত অভিমত গীত সুধারা॥
চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগরা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ॥
হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥
আগে চলে লালপোষ খাসবরদার।
সিপাই সকল চলে কাতার কাতার॥
তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুদুবাজার॥
শানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥
বাড়ী গায় করথা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে আছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উতরিয়া।
থানা দিলা চারিদিকে মরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিল সমাচার।

BANGLADARSHAN.COM

পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ

ধূধূ ধূধূধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্‌ভম্‌ দামামা দম্‌দম্‌
ঝনর ঝম্‌ঝম্‌ বাজে॥
কত নিশান ফরফর নিনাদ ধরধর
কামান গরগর গাজে।
সব যুবান রাজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে॥
ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ
সিপাইগণ রণমাঝে।
পার করাইব থরতর পোষাক বহুতর
সুশোভিত শিরপর তাজে॥
বসি অমারী ঘর পর আমীর বহুতর
হুসার গজবর রাজে।
পূর যশোর চমকত নকীব শত শত
হুসার ফুকরত কাজে॥
হয় গজের গরজন সেনার তরজন
পয়োধি তরছন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর বনায় তঁহি পর

BANGLADARSHAN.COM

প্রতাপ দিনকর সাজে॥
যুঝে প্রতাপ-আদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥
শিলাময়ী নামে ছিন তাঁর ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহরাজে।
লস্কর লইয়া সত্বর হইয়া
প্রতাপ-আদিত্য সাজে॥
ধূ ধূ ধমধম ঝাঁ ঝাঁ ঝমঝম
দামামা দমদম বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে॥
সিন্দুর সুন্দর মণ্ডিত মুদ্দার
ষোড়শ হলকা সাথী।
পতাকা নিশান রবিচন্দ্রবাণ
অযুতেক ঘোড়া হাতী॥
সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুতর
বাহান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে গালাগালি॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥
হান হান হাঁকে খেলে উড়া পাকে
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে তমঃ রণভূমে

BANGLADARSHAN.COM

আত্ম-পর নাহি সুঝে॥
তীর শনশনি গুলি ঠনঠনী
খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে।
মচড়িয়া গোঁপে শূল শেল লোফে
ক্রোধে হানহান হাঁকে॥
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতশাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ-আদিত্যে লৈল॥
দল দল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে পরম আনন্দে
রায় গুণাকর গায়॥

BANGLADARSHAN.COM

মানসিংহের ভবানন্দ-বাটী আগমন

রণ জয়-ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁঝে রে॥
রণ-জয় করি মুণ্ডমালা পরি
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব সে নীল রাজীব
রাজী রাজে রে॥

গাইছে যোগিনী নাচিছে ডাকিনী
দানা গাছে রে।
মহোৎসব যত কি কবে ভারত
সেনা-মাঝে রে॥
প্রতাপ-আদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ-মনস্কাম॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হুজুরে আমার সঙ্গে চল॥
পাতশার সহিত সাক্ষাৎ মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমার সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়॥
নানামত অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥
অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়ে মজুন্দার।
মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী॥
কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণা-আকর॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
এত দূরে পালাগীত হইল সমাপন।
ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র-আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি বৃহস্পতিবারের দিবাপালা।

BANGLADARSHAN.COM

ভবানন্দের দিল্লী-যাত্রা

দিয়া নানা উপচার পূজা করি অন্নদার
দিল্লী যাত্রা কৈল মজুন্দার।
জননী তাহার সীতা রাম সুমার্দ্দার পিতা
সমর্পিলা পদে অন্নদার॥
শিরে চীরা হীরা তায় বিলাতী খেলাত গার
নানা বন্ধে কোমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্রঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দদেবেরে প্রণমিলা॥
বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোপিলা পাল্কীর উপরে।
জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতরে॥
ধেনুবৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
অশ্ব গত পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল॥
পূর্ণ ঘট বামপাশে রামাগণ যায় বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে রজত লইয়া হাসে
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী॥
শুল্ক ধান্যে গাঁথি হার কাঞ্চন সুমেরু তার
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান বাম দিকে ফিরে চান
শিবারূপে শিবের বনিতা॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে মণ্ডলী দিছেন শিরে
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল মজুন্দারে কুতূহল
চলিলা দেবীর গুণ করে॥

BANGLADARSHAN.COM

শিরে চীরা জামা গায় কটি আঁটি পটুকায়
দাসু বাসু সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া সীতা দেবী ঘরে গিয়া
নানামত ভাবেন হুতাশ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে পার হৈলা নায়ে চড়ে
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে প্রণমিয়া গোপীনাথে
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে॥
মনে করি অনুভব গঙ্গারে করিলা স্তব
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।
ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি
শিব জটাজুটে অবতার॥
বরমিহ তব তীরে শরট করট ফিরে
ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে।
রাজ্যলোভে দূরে যাই তব তীরে রাজ্য পাই
এই মনস্কাম যেন পূরে॥
স্তবে হয়ে তুষ্টমন গঙ্গা দিলা দরশন
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার ব্রতদাস অন্নদার
আমি ধন্যা তোমার পরশে॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
জনেক হইবে রাজা তার॥
দিয়া এই বরদান গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান
মজুন্দার হৈলা গঙ্গাপার।
কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার॥

BANGLADARSHAN.COM

দেশ-বিদেশ-বর্ণন

চল চল যাই নীলাচলে রে! অরে ভাই
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে;
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাধ
দেখিব অক্ষয়-বট-তলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হইনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধু-জলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন্যা ভারত ভূমণ্ডলে॥
গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
জগন্নাথ দেখিতে করিলা মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ॥
গজে মানসিংহ পাল্কীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র-সঙ্গে যেমন কুবের-অবতার॥
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈল দামোদর করি স্নান-দান॥
রহে চম্পানগর ডাহিনে কত দূর।
চাঁদবেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর॥
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস।
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈল বাস॥
আমিলা মোগলমারী উচালন গিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বাঙ্গালার সীমা নেড়া-দেউল দেখিয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে॥
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম॥
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর।
বালিহন্ত পাছু করি চলিলা সত্বর॥
এড়ায়ে আঠার নালা গেলা নীলাচলে।
দেখিলেন জগন্নাথ মহা কুতূহলে॥
দিন দশ বার কথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
কৃতার্থ হইল মহাপ্রসাদ খাইয়া।
বিমললোচন হৈল বিমলা দেখিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে॥
বিশেষিয়া কহিতে লাগিল মজুন্দার।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার॥

BANGLADARSHAN.COM

জগন্নাথপুরীর বিবরণ

জয় জয় জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন।
সুধন্য অক্ষয় বট সুধন্য সিন্ধুর তট
ধন্য নীলাচল-তপোবন॥
পূর্ব্বে ছিল অযোধ্যায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়
সূর্য্যবংশ সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ স্বপনে পাইলো ভেদ
নীলমাধবের এই স্থান॥
পুরোহিতে পাঠাইল দেখি গিয়া সে কহিল
নীলমাধবের বিবরণ।
মূর্ত্তিমান ভগবান দেখিলাম অন্ন খান

সেবা করে ব্যাধ এক জন॥
করি তার কন্যা বিয়া তাহার সংহতি গিয়া
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।
রোহিণীকুণ্ডের কথা কি কব দেখিনু তথা
কাক মরি হৈল নারায়ণ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি বড় ভাগ্য মনে গণি
রাজ্য শুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি বৈতরণী জল তরি
বন কাটি আসি প্রবেশিল॥
দেখে সেই পুরী নাই বালি-পূর্ণ সব ঠাঁই
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।
স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের সে পুরী না পাবে টের
আর পুরী গড়িতে হইল॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল স্বর্ণময় পুরী কৈল
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপা তামা কত আর পুরী কৈল দুই বার
শেষে পুরী পাথরের এই॥
গোদানে গরুর ক্ষুরে মাটি উড়ে যায় দূরে
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডের স্নান কৈলে যম-জের
পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ॥
হরি বৃক্ষরূপে আসি সমুদ্রের জলে ভাসি
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।
জগন্নাথ বলরাম ভদ্রা সুদর্শন নাম
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥
দারু-ব্রহ্ম সব্বাদৃত বিষ্ণু-পঞ্জরেতে কৃত
ইন্দ্রদ্যুম্ন-স্থাপিত সম্পন্ন।
লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা জগন্নাথ খান তাহা
ব্রহ্মরূপে সেই এই অন্ন॥
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় বুলায় হাত
আচার বিচার নাহি তার।

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চক্রোশ পুরী এই প্রদক্ষিণ করে যেই
শমন সহিত নাহি দায়॥
শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত দূরদেশে সমানীত
কুক্কুরের বদন-গলিত।
এই অন্ন সুধাময় ভুক্তিমাত্র মুক্তি হয়
উৎকল খণ্ডেতে সুবিদিত॥
শুনি মানসিংহ রায় পুলকে পূরিত কায়
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় রায় গুণাকর গায়
জগন্নাথ-চরণ-কমলে॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি

BANGLADARSHAN.COM

চল চল রে ভাই, চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা হয়ে দণ্ডবৎ॥
চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবৎ।
কত দূরে এড়াইয়া চড়িয়া পর্ব্বত॥
স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেল সীতাকোল।
কতদূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল॥
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ॥
মারহট্ট বরগীর দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া॥
গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হইল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী॥
কতদূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন॥
প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।

সাক্ষাৎ করিলা পাতশাহের সহিত॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপ-আদিত্যে ভেট দিলা।
কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ-আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেল পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥
মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ-গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন।
মানসিংহ-পাতশায় কথোপকথন॥

BANGLADARSHAN.COM

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত-কথন

কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥
মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরেতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারই কেরামত॥
হুকুম শাহনশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হইল নিমকহারাম।

গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম॥
পাতশা হইল সুখী কহিতে লাগিল তুষি
কত রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায় গোলাম ইনাম চায়
ইনাম সে যাহে রহে নাম॥
গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড় দায়
সাতরোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল অবশেষে যাহা রৈল
উপবাসী সহ দলবলে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নাম খুব হুঁসিয়ার
বাঙ্গালী বামন এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল
ফতে হৈল ইহারি কারণ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী তাঁহার চরণ সেবি
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া ঝড়-বৃষ্টি মিটাইয়া
যোগাইল সকলে আহার॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি
গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায় দোয়া করি ঘরে যায়
ফরমান ফরমান তায়॥
দেখা কৈলা হজরেতে রাজা আনে খেদমতে
গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার ক্রোধ হইল পাতশার
ভারত ভাবিছে পরিণাম॥

BANGLADARSHAN.COM

পাতশাহের দেবতানিন্দা

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তার সুজে বুঝে যেবা॥
নিত্য নিরঞ্জন সত্য সনাতন
মিথ্যা যত দেবী-দেবা।
নিরূপ যে ভাবে স্বরূপ প্রভাবে
বুঝি কিছু বুঝে সেবা॥
ঈশ্বরের নামে তরি পরিণামে
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে যে করে যে বলে
সব ঈশ্বরের সেবা॥
পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায়॥
লস্করে দুতিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥
এ সকলে ঝড়-বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামন খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥
সয়তান দিল দাগা ভূতের পূজায়।
আলো চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজি দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নুর মিলা দাড়ী গোঁপ দিয়া॥
হেন দাড়ী বামন মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁপ সাঁই দিল তারে॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উত চোটে কাটে বলে খাইল গোঁসাই॥

BANGLADARSHAN.COM

হলাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥
ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগম্বরে নায়েব॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মূরত।
জীউদান দিয়ে পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥
বিশেষ বামন জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥
পরদার পাপ বলি বাঁদি রাখে নাই।
দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোঁসাই॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমিনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥
মিছা ফাঁদে পড়ে হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
যতেক বামন মিছা পুঁথি বনাইয়া।
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥
দেবী বলে দেয় গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর॥
বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানি খানা পিনা আয়েব না করে॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কল্‌মা পড়াই॥
জন কত তোমরা গোঁড়ার আছ জানি।

BANGLADARSHAN.COM

মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুস্থানী॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামন দেখিয়া।
বামনেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥
কাফের বাঙ্গালী হিন্দু বেদীন বামন।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামন তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামনেরে বল ভূত দেখাক্ আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

BANGLADARSHAN.COM

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর

এ কথা কব কেমনে।
নর নিন্দে নারায়ণে॥
যেই নিরাকার সেই সে সাকার
তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজ ভাবে যোগী দেবী ভাবে ভোগী
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম
কেবল তরে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥
মজুন্দার কহে জাঁহাপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥

হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুণাগার।
সুন্নতের গুণা তবে কত গুণ তার॥
মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিয়া সার॥
দেব-দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী-পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী-পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনে জবাই করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দুর দেয় গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কাজ তাহে আছে॥
খসম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
এঁকে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
সয়তানবাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥
সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেই সয়তানবাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী যদি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

তবে জানি সেইক্ষণে সে মন্ত্রে ভুলায়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোঁসাই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বদিকে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানা-পিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এ ত' বড় দায়॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনের কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥
মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঙ্গীর দিল্লীর ঈশ্বর॥
নাজীরে কহিলা বন্দী কর রে বামনে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিলা বাসায়।
বিরচিল পাঁচালী ভারতচন্দ্র রায়॥

BANGLADARSHAN.COM

দাসু-বাসুর খেদ

পাতশার আজ্ঞা পায় নাজীর সত্বরে ধায়
মজুন্দারে কয়েদ করিল।

দিলেক হাবসিখানা অন্নজল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল॥
কাহার প্রভৃতি যারা ছুটিয়া পলায় তারা
দাসু-বাসু কান্দে উভরায়।
হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি
ঠাকুরের কি হইল দায়॥
দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরী পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামনের সাথে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
ভারি ফল পানু হাতে হাতে॥
দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বড় কেবা আছে সুখী॥
কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাতে দুঃখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল কি ফাঁদে॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নতুন করিনু বিয়া
এক দিনো ঘর না করিনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু॥
হেদে বামনের ছেলে আগু পাছু নাহি চলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে-ভাতে ভাল ছিল হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে॥
মানসিংহ-সঙ্গ পেয়ে রাজা হৈতে এল ধেয়ে

BANGLADARSHAN.COM

এখন সে মানসিংহ কই।
গাঁজাখোর রাজপুত আফিঙ্গেতে মজবুত
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই॥
মোগলে রহিল ঘেরি সদা করে তেরি মেরি
রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই।
খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাঁই
ছাতি ফাটে জল দে রে খাই॥
উজ্জ্বল কজ্জ্বলবাসে ঘেরিয়াছে চারি পাশে
রোহেলা জল্লাদ আদি যত।
কামড়ায়ে খেতে যায় জাতি লৈতে কেহ চায়
কত জনে কহে কত মত॥
আরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কাঁহা ভূত
নাহি তুঝে করেঙ্গা দোটুক।
না হোয়ে সুন্নত দেকে কল্‌মা পড়াও লেকে
জাতি লেউ খেলায়কে থুক॥
ধরিবারে কেহ ধায় কাটিবারে কেহ চায়
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে তেজ যেন অগ্নি জ্বলে
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার॥
স্তুতি পাঠে অন্নদার বসিলেন মজুন্দার
চৌদিকে যবনে ধূম কার।
সিংহ যেন বসি থাকে চারিদিকে শিবা ডাকে
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে॥
ভূরিসিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
তাঁরে সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র-নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন॥

BANGLADARSHAN.COM

মজুন্দারের অন্নদাস্তব

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকি-পদ্মপাণি-পদ্মযোনিসদ্মসম্মদে॥
করস্থ-রত্নদর্ব্বিকা-সুপানপাত্রশর্ম্মদে।
পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভু-নর্ত্তনে কটাক্ষদে॥
সুধান্বিত প্রভাতভানুভানুদন্তকচ্ছদে।
স্থিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশুমুক্তিকারদে॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তিসম্পদে॥
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।
জয়া বিজয়ারে লয়ে আকাশ-ভারতী করে
মজুন্দারে অভয় করিয়া॥
ভয় কি রে ওরে ভবানন্দ!
মোর অনুগ্রহ যারে কে তারে বধিতে পারে
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥
পাপী পাতশার পুত আমারে বলি ভূত
ভাল মতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধূমধাম
ভূত দিয়া সব লুটাইব॥
যতেক বেদের মত সকলি হইল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলিমিলি মিছা জপে ইলিমিলি
মিছা পড়ে কমলা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার।
বামন পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর॥
এত বলি মহামায়া দিয়া তারে পদছায়া
রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা।

BANGLADARSHAN.COM

ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল দূত
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥
জয়া নিজগণ লয়ে রহিল রক্ষক হয়ে
আনন্দে রহিলা মজুন্দার।
মোগল ছুঁইতে চায় ভূতে ঢেকা মারে তায়
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার॥
যবনের ধূমধাম ভূতে হাঁকে হুমহাম
মহামারি পড়িল মশানে।
কহে রায় গুণাকর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

অন্নপূর্ণা-সৈন্য বর্ণন

BANGLADARSHAN.COM

ধূ ধূ ধমধম ঝমক ঝমক ঝম
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় গড় গড় গড় গড়
দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥
হান হান হাঁকা শত শত বাঁকা
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী কত কত কাজী
ধাইল ছাড়ি নমাজে॥
বড় বড় দাড়ী চামর ঝাড়ী
গোঁফ উঠে শিরতাজে।
গোলা ধম ধম গোলী ঝম ঝম
গম গম তোপ আবাজে॥
ঝন্ ঝন্ ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
বরিখত বরকন্দাজে।
পদনখ হননে বধিছে যবনে
খগ-গণ যেমন বাজে॥
মারিয়া লাথি বধিছে হাতী

ঘোড়া অনলে ভাজে।
শাণিত-পানা সহিতে দানা
চর্ব্বই যেমন লাজে॥
ভৈরব-লম্ফে ধরণী কম্পে
বাসুকি নতশির লাজে।
ভারত কাতর কহে মূরহর
রিপুবধ কর অব্যাজে॥
ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কক
সমরে দিলেক হানা॥
লপটে ঝপটে দপটে রপটে
ঝড় বহে খরতর।
লফ লফ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্পে
দিল্লী কাঁপে থর থর॥
টাকরে চাপরে আঁচড়ে কামড়ে
মরিছে যবন-সেনা।
রক্তের পাথারে ভৈরব সাঁতারে
গগনে উঠিছে ফেনা॥
তা থৈ তা থৈ হো হো হই হই
ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট্ট অট্ট হাসে কট মট ভাষে
মত্ত পিশাচী পিশাচে॥
তুরঙ্গ ধরিয়া গণ্ডুষ করিয়া
মাতঙ্গ পুরিয়া গালে।
সিপাহী ধরিয়া ফেলিয়া লুফিয়া
খেলিছে তাল বেতালে॥
রথ রথী সঙ্গে মুখে পুরি রঙ্গে
দশনে করিছে গুঁড়া।
হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া
খেলিছে আবির উড়া॥

BANGLADARSHAN.COM

নরশিরোমালা সমর বিশালা
শোণিত-তটিনী-তীরে।
রণজয় তালি ঘন দিয়া কালী
শৃগালী-বেষ্টিত ফিরে॥
এইরূপে দানা- গণ দিল হানা
যবনে হইল দায়।
ললিত বিধানে রচিয়া মশানে
রায় গুণাকর গায়॥

দিল্লীতে উৎপাত

এ কি ভূতাগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে॥
উত্তম অধম না হয় নিয়ম
কেহ নাহি ধর্ম্মলেশে রে।
দাতা ছিল যারা ভিক্ষা মাগে তারা
চোর ফিরে সাধুবেশে রে॥
যবনে ব্রাহ্মণে সমভাব গণে
তুল্য-মূল্য গজ-মেষে রে।
ভারতের মন দেখি উচাটন
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥
এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার॥
ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দা শুন হজরত॥
বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইরাজ ধমকে ছিঁড়ি দিল॥
চিৎপাত হয়ে বিবি হাত-পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥
শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।

BANGLADARSHAN.COM

দড় বড় বড় দিলা ওঝারে লইয়া॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥
আরে রে খবিশ তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহার সে পূত॥
কূপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতেমা বিবির আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়॥
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পাড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিল লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা॥
ওরে বিবি বান্দীরে ধরেছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মূতে॥
ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পুলাইল ওঝা।
মিয়া হৈল মিয়ানি ওঝার ঘাড়ে বোঝা॥
এইরূপে ভূতগণ হইল সহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে॥
BANGLADARSHAN.COM
শূন্যপথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা।
সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা॥
পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজার দোকানে অন্ন নাই॥
ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥
দেধান মাড়য়া কোদা চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড়-দ্রব্য।
ঘাস পাতা ফুল ফল যতমত গব্য॥
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়।
সবে বলে আচম্বিতে হৈল একি দায়॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায়॥
উপোসে উপোসে লোক হৈল মৃতপ্রায়।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায়॥

বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাটি॥
নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
এইরূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই।
ছেলেপিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই॥
পাতশার কাছে গিয়া উজীর নাজীর।
সহরের উপদ্রব করিল জাহির॥
পাতশা কহেন বাবা কি হৈল গোঁসাই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানাপিনা নাই॥
মামুর হইল মোর বাবুরচি খানা।
ঘর হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে।
ভূচালার মত চালা কোঠা সব লড়ে॥
আন্ধারে কি কর রোজ রৌশনে আন্ধার।
হুপ হাপ দুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥
দেখিতে না পায় কেবা করে ধূমধাম।
সারা রোজ হাঁকে হুম হাম খুন খাম॥
যুবতী সহেলী বান্দা ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোঁস হইয়া তারা হাত-পা আছাড়ে॥
খবিশ পাইল বলি ডাকি আনে ওঝা।
লিখি দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ সে যমের যমদূত॥

BANGLADARSHAN.COM

পাতশার নিকট উজীরের নিবেদন

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।

জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সাধন তোমার নাম।
বিধি হরি হর ভাবে ও পদে দুখানি॥
তুমি যারে দয়া কর অন্নে পূর্ণ তার ঘর।
না থাকে আপদ্ কিছু ইহা আমি জানি॥
পানপাত্র হাতা হাতে রতন-মুকুট মাথে।
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্নপানি॥
ভারত বিনয় করে অন্নে পূর্ণ করে ঘরে।
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥
কাজী কহে জাঁহাপনা কত কব আর।
কোরাণে টানিয়া কালি ফেলিল আমার॥
নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত॥
উজীর কহিছে আলপনা সেলামত।
আমি বুঝি সেই বামনের কেরামত॥
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহে দেই॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
আনাও সে বামনেরে মিটিবে প্রলয়॥
উজীরের বাক্যে জাহাঙ্গীর জ্ঞান পায়।
দড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামন॥
আমি দেখিয়াছি বামনের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত॥
ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ।
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
সহরে কহর এত আপনি করিলা॥

BANGLADARSHAN.COM

এখনো সে বামনেরে কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥
মানসিংহ রায়ের কথা অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥
যোড়হাতে কহে নাজীরের লোকজন।
বামনের কাছে যাবে কে আছে এমন॥
মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত॥
মারা গেল কত শত আমীর ওমরা।
কেবল ভক্তের রক্তে বাঁচিলা তোমরা॥
যমুনার লহর লহুতে হৈল লাল।
এখনো বামন মান মিটুক জঞ্জাল॥
শুনি জাহাঙ্গীর বড় দিলগির হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।
দয়া হৈল জাহাঙ্গীরে কাতর দেখিয়া॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল॥
সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিলা জাহাঙ্গীরে মায়া প্রকাশিয়া॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

BANGLADARSHAN.COM

অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা॥
রক্ত-শতদল-তক্তে পাতশা অভয়া।
উজীর হইলা জয়া নাজীর বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।

আমীর ওমরা হৈল যত অবতার॥
বিশ্ব বাড়ী মুরচা বরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশী॥
বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুন্সী মহেশ।
সেনাপতি শাহাজাদা কার্ত্তিক গণেশ॥
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহূতী॥
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।
শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন॥
সক্কা হইল বরুণ পবন ঝাড়ু কশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সম্মুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঙ্গীর যেমন এমন কত আর।
চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
কোনখানে মধুকৈটভরে মহারণ।
কোনখানে মহিষাসুরের নিপাতন॥
কোনখানে সুগ্রীব দূতের রায়বার।
কোনখানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার॥
কোনখানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোনখানে রক্তবীজ-যুদ্ধ পরিপাটি॥
কোনখানে শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশন।
কোনখানে সুরথ-সমাধি দরশন॥
কোনখানে রাম-রাবণের মহারণ।
কোনখানে কংসবধ আদি বিবরণ॥
কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠীগণ।
পুড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর।
আশে পাশে অদ্‌ভূত ভূতের বাজার॥
যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী।
কাঙ্গালী হইয়া মাগে শাঁখিনী পেতিনী॥

BANGLADARSHAN.COM

রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে।
সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে॥
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈ হৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে॥
সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাকিনী হাঁকে ঘোর॥
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদিগণ॥
খবিশগণের ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড॥
শূন্যেতে হইল এক মায়া-জলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝি পার হন বিধি॥
তাহাতে কমল দল অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন॥
ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী॥
এক দল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল॥
এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটপিঠে হাতী নাচে তায়॥
তার পিঠে অধঃশিরে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুতলি তাহে সুরভি খেলিছে॥
ঊর্দ্ধপদে হেঁট-মাথে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বীণা বাদ্যকরি॥
সেই রামা চন্দ্রসূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥
মৃদু হাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া॥
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥
তার পাশে আর এক কমলে-কামিনী।

BANGLADARSHAN.COM

গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী॥
আর দিকে এক পদ্মে এক মধুকর।
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নর-সঙ্গে রতি-রঙ্গে প্রসবে কেশরী॥
আর দিকে এক পদ্মে নাগিনীকুমারী।
অর্দ্ধ-অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ-অঙ্গ নারী॥
একেবারে একজন পাতশায়ে চায়।
সবে দেখে সর্ব্বশুদ্ধ ধরি যেন খায়॥
একবার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥
প্রেমভরে মোহে স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥
ভক্ত হৈলা জাহাঙ্গীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিল হাসিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঙ্গীর প্রাণ পাইল হেন।
মজুন্দারে স্তুতি করে দাসু-বাসু যেন॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

BANGLADARSHAN.COM

ভবানন্দে পাতশার বিনয়

জাহাঙ্গীর কহে শুন বামন ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥
দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥

তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদচ্ছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প-সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর-মাথে॥
তবে যে পাইলে দুঃখ নাহি ইথে।
রাহুগ্রস্থ হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ-পরশে লোহা সোনা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাঁহাপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥
তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥
যেরূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এরূপ না দেখি আমি এত দিন সেবি॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয়॥
পাতশা কহেন শুন বামনঠাকুর।
দেবী-পূজা করি মোর পাপ কর দূর॥
যে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥
অন্তর্য্যামিনী দেবী দানা-হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥
দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাৎ দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥
জাহাঙ্গীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঙ্গীর ঢেঁড়া দিলা সকল সহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।

BANGLADARSHAN.COM

অন্তর্য্যামিনী তুমি জান সব ক্রম॥
পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজার স্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান॥
কাজী ছাড়ে কমলা কোরাণ ছাড়ে কারী।
হুলাহুলী দেয় যত যবনের নারী॥
এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার॥
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত॥
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
সেই ফুল চাল কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত-ভূতগণ সবে লইল লুঠিয়া॥
পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল সহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে করে প্রতি ঘরে॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে।
কৈলাস-শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥
মহানন্দে জাহাঙ্গীর গুণাগীর হয়ে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে॥
পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজ ঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়।
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাসু বাসু আদি যত পলাইয়াছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥

BANGLADARSHAN.COM

দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেতে চলিলা।
ত্রিবেণীতে স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥
করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাসু বাসু নিবেদন করে ধীরে ধীরে॥
ইহার মহিমা কিছু কহ নিমা সিমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইহার মহিমা॥
জ্ঞান বলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা।
চক্ষু কান আছে মোরা তবু কাণা কালা॥
শুন পরে দাসু বাসু কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহার॥
ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গা-বর্ণন

BANGLADARSHAN.COM

দাসু বাসু কর অবধান।
হেই দেব নিরঞ্জন চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন
এই গঙ্গা সেই ভগবান্॥
মহাদেব এককালে পঞ্চমুখে পঞ্চতালে
গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে।
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈলা
বেদব্যাস বলিলা পুরাণে॥
তার কত দিন পরে বলি ছলিবার তরে
নারায়ণ বামন হইলা।
ত্রিপাদ ধরণী লয়ে ত্রিবিক্রম-রূপ হয়ে
একপদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা॥
বিধি সেই পদতলে পাদ্য দিলা সেই জলে
শিব দিলা জটাজুটে ধাম।
বিমল চপলভঙ্গা সেই জল সেই গঙ্গা
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম॥

ত্রিলোকে ত্রিলোক-তারা তিনি হৈলা তিনধারা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা ভূতলে অলকানন্দা
পাতালেতে ভোগবতী নাম॥
ইনি সে অলকানন্দা নরলোকে মহানন্দা
ইঁহারে আনিল ভগীরথ।
সগর-সন্তান যত ব্রহ্মশাপে ছিল হত
এই গঙ্গা দিল মুক্তি-পথ॥
শিব-জটামুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে মিলাইলা দুই ধারে
মধ্যভাগে আপনি রহিলা॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে বারাণসী দেখি রঙ্গে
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে।
জহ্নুমুনি গিল্যাছিল কানে উগারিয়া দিল
জাহ্নবী হইলা জহ্নুঘাটে॥
রাজা ভগীরথ রায় আগে আগে নাচি যায়
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পত্না হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে
মোর দেশে দিলা দরশন॥
গিরিয়া মোহনা দিয়া অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা
ত্রিবেণীতে ত্রিলোক-তারিণী॥
শতমুখী রূপ ধরি সাগর-সঙ্গম করি
মুক্ত কৈলা সগর-সন্তানে॥
দেব যার বিজ্ঞ নহে কে তার মহিমা কহে
ভারত কি কবে কিবা জানে॥

BANGLADARSHAN.COM

অযোধ্যাবর্ণন

জানকী-জীবন রাম।
নবদুব্বদলশ্যাম॥
ভব-পারাবারে পার করিবারে
তরণী রামের নাম।
চারু জটাজুট রচিত মুকুট
তারে বনফুল-দাম॥
হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ধ্যানে সুখমোক্ষধাম।
হনুমান্ সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে
ভারত করে প্রণাম॥
প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে গ্রাম কত কব আর॥
দাসু বাসু নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।
এখান হৈতে অযোধ্যা-নগর কত দূর॥
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা।
কৃপা করি মো সবার পুরাহ কামনা॥
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়।
যে হৌক সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয়॥
দেখে যাই জন রাম-জনম-ভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী॥
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যে স্থানে রামচন্দ্র করিলা বিহার॥
অযোধ্যা-নিবাসী যত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত॥
নানাধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে॥

BANGLADARSHAN.COM

মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥
দিনকত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া॥
সকল অযোধ্যাপুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ॥
দাসু বাসু বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ-কথন

BANGLADARSHAN.COM

দাসু বাসু শুন মন দিয়া।
বাল্মীকি পুরাণ মত রামের চরিত যত
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥
এই দেশে মহারথ ছিল রাজা দশরথ
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৌশল্যা প্রথমা নারী কেকয়ী দ্বিতীয়া নারী
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥
হরি চারি অংশ লয়ে চরু ভাগে ভাগ হয়ে
তিন গর্ভে হইলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম কেকয়ী ভরত নাম
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া
জনকের সুতা সীতা হইলা।
সীতাপতি রামে জানি জনক পরম জ্ঞানী
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে যজ্ঞ রাখিবার তরে
রাম-লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।

শ্রীরামের এক শরে তাড়কা রাক্ষসী মরে
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে॥
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম গিয়া জনকের ধাম
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে পরশুরামের সঙ্গে
পথে রাম রামজয়ী হৈলা॥
ঘরে এল সীতা-রাম সিদ্ধ হৈল মনস্কাম
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কৈকেয়ী হইল বাম বনবাসে গেলা রাম
শোকে দশরথ ছাড়ে কায়॥
জানকী-লক্ষ্মণে লয়ে রাম যান দ্রুত হয়ে
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী তথা উত্তরিল আসি
রাবণ-ভগিনী সূর্পনখা॥
রামেরে ভজিতে চায় সীতারে লঙ্ঘিতে যায়
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার।
সেই হেতু রাম শরে খর-দূষণাদি মরে
সূর্পনখা করে হাহাকার॥
শুনি সূর্পনখা-মুখে রাবণ মনের দুঃখে
বনে গেলা মারীচে লইয়া।
মায়ামৃগরূপ হয়ে মারীচ রামেরে লয়ে
দূরে গেলা মায়া প্রকাশিয়া॥
রাম-বাণে হত হয়ে হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে
মায়ামৃগ মারীচ মরিল।
লক্ষ্মণ সীতার বোলে তথা গেল উতরোলে
সীতা হরি রাবণ লইল॥
রাম মায়ামৃগ নাশি লক্ষ্মণ সহিতে আসি
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা।
সীতার উদ্দেশে যান পথে মিলে হনুমান্
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা॥
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা সপ্ততাল ভেদ কৈলা

BANGLADARSHAN.COM

মহাবলী বালিরে বধিলা।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া হনুমানে পাঠাইয়া
জানকীর সংবাদ জানিলা॥
কপিগণ পাঠাইয়া শিলা তরু আনাইয়া
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা।
সিন্ধু পার হৈলা রাম মনে মানি পরিণাম
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা॥
অনেক সমর হৈল কুম্ভকর্ণ আদি মৈল
ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মরিল।
রাবণ রুষিয়া মনে যুঝে শ্রীরামের সনে
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ বিঁধিল॥
রাম কন হনুমানে সে গন্ধমাধন আনে
তাহে ছিল বিশল্যকরণী।
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ
দেবগণ করে জয়ধ্বনি॥
BANGLADARSHAN.COM
রাবণ আইল রণে রঘুনাথ ক্রোধমনে
ব্রহ্ম-অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা॥
রাক্ষস বানর সঙ্গে পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈল গর্ভবতী লোকবাদে রঘুপতি
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া॥
সীতা তপোবনে রৈলা লব কুশ পুত্র হৈলা
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া কুশ লব বিবরিয়া
রামে রামায়ণ শুনাইলা॥
কুশ লব পরিচয়ে সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা দিবারে পুন চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান ধরা কৈলা অধিষ্ঠান
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ॥

মুগ্ধ রাম সীতাশোকে হেনকালে সুরলোকে
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম চলিলা বৈকুণ্ঠধাম
ভারতের অসাধ্য সে কথা॥

ভবানন্দের কাশীগমন

জয়তি জননী অন্নদা।
গিরীশ-নয়ন-নর্ম্মদা॥
অখিল ভুবন ভক্ত ভক্তি মুক্তি সর্ব্বদা।
করবিলসিত-রত্নদর্ব্বী-পানপাত্র সারদা॥
তরুণ কিরণ-কমল নিহিত চরণবারদা।
ভব-নিপতিত ভারতস্য ভবজলনিধি-শারদা॥
অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈল মজুন্দার।
ডানি বামে কত গ্রাম কত কব তার॥
অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈল মনোরথ।
ধরিল কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান।
দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান্॥
এক মাস কাশীমাঝে করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মানিরমিত অতুল মহিমা॥
শিব কৈল যাঁর পূজা দেবগণ লয়ে।
করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে॥
ষোড়শোপচারে উপহার কত আর।
পুথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥
ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

সাক্ষাৎ করিয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি।
তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্য হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী।
তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভালবাসি॥
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার॥
সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে॥
সেখানে তোমারে দেখা দিব আরবার।
সেই কালে কব কথা যত আছে আর॥
এত বলি অন্নপূর্ণা হইলা অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুনঃ হৈল জ্ঞান॥
বিস্তর করিতে স্তুতি প্রতিমা-সম্মুখে।
দেশেতে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে॥
অন্নপূর্ণা-মঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

BANGLADARSHAN.COM

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি

ভাই চল চল রে ভাই চল চল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল॥
কাশী হইতে প্রস্থান করিল মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
বনপথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাৎ করিয়া॥
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথ করি দরশন।
বক্রেশ্বর দেখিয়া সানন্দ হইল মন॥

বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের সুখ বড় হরষিত॥
অজয় হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥
কাটোয়া রহিলা বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিল বিস্তর স্তব করি যোড় হাত॥
সেইখানে নানা রসে ভোজন করিলা।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাসু পাঠাইলা॥
ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥
রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগরা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান॥
শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী॥
শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিল যোড় শাড়ী আনি॥
সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া॥
দুই ঠাকুরাণীরে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইল ডঙ্কা দিয়া॥
দুজনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা-চোঙ্গা হয়ে॥
শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুইখানি॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু।
দাসুর জননী বলে কোথা মোর দাসু॥
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে॥
নাগরা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥
পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজুন্দার মাতব্বর উকীল রাখিলা॥
লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিল আসল॥
ঢাকার নবাব তথা পাঠান উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগুয়ানে হইয়া দাখিল॥
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর।
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি

আনন্দ বড় রে। জয় শব্দ পড়ে রে।
সব লোক জড় রে! ভারত দড় রে॥
BANGLADARSHAN.COM
সব ধামে সব গ্রামে সব যামে।
শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুলদামে॥
শুভকামে অভিরামে অবরামে।
পরিণামে হরিণামে পরণামে॥
প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনী কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥
রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে।
বরিয়া লইল অন্নপূর্ণার ভবনে॥
পাইয়া সিন্দুর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোলনকোন্দল পাছে লাগে॥

এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ কত কহিতে লাগিলা॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতি যোড় পরিবার॥
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান॥
ছোটমার কাছে পাছে আগে যান জানি।
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী॥
এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥

বড়রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য

BANGLADARSHAN.COM

বড় ঠাকুরাণী গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥
মাধী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো॥
মাধী পাছে দেয় তারে পান পানি গো।
কত মন্ত্র-তন্ত্র জানে সে নাপানী গো॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবাজানি গো।
আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানী গো॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো॥
ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো॥
হাত তোলা মত পাবে অন্ন-পানি গো।

বড় হয়ে ছোট হবে মান-হানি গো॥
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবন সে পতি-মন লবে টানি গো॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী রাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে টানাটানি করে গো॥
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥
দেহুড়ার কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধ'রে ক'রে টানাটানি গো॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু' সতীনে হানাহানি গো॥

BANGLADARSHAN.COM

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য

সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গণি
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মনে করে ধড়ফড় বেশ কৈলা দড়বড়
পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
খোঁপা বান্ধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পীড়িয়া কাজল চোখে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি শড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পরিলা॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাপান।
গলিত হয়েছে কুচ কেমনে সে হয় উচ
ভাবিয়া সে উপায় নাহি পান॥
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে তোষেন মধুর বোলে
কান্দ না রে ঐ তোর বাপ।

তোর বাপে আনি গিয়া থাক বাছা চুপ দিয়া
অই ডাকে কানকাটা হাপা॥
সাধীরে বালক দিয়া দেহুড়ীর কাছে গিয়া
রহিলা প্রহরী যেন রেতে।
প্রভু আসিবেন যেই ধ'রে লয়ে যাব তে'ই
না দিব সতার ঘরে যেতে॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে মাধী রসে মগ্ন হয়ে
নানা মতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা জানে নানামত ছলা
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল॥
সতিনী তোমার যেটা কোলে তার তিন বেটা
ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যাঁরা তাহার অধীন তাঁরা
এই মাধী কেবল তোমার॥
দরবারে জয় লয়ে প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান॥
একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখি ঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি॥
এত বলি তাড়াতাড়ি চলিল বাহির বাড়ী
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল তাহাতে চাঁপার ফুল
আঁচল লুটায় মাটী মিশি॥
নাপান ঝাঁপানে যায় ডানি বামে নাহি চায়

BANGLADARSHAN.COM

উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া এক পাশে কথা কহে মৃদু হাসে
রায় গুণাকর গাহে সার॥

ভবানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেনকালে মাধী এল গালভরা পান॥
ছোট মার ঘরে আসি পান খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয়॥
মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল।
বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল॥
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড় মার দিকে চান॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা॥
আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে ধায়॥
দেহড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার।
সম্মুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার॥
জিজ্ঞাসিল মজুন্দার বাড়ীর কুশল।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল॥
এই ঘরে আসি বসি খাউন পান জল।
দেখিবারে ছেলেপিলে হয়েছে বিকল॥
শুনি মজুন্দার বড় উন্মাদ হইলা।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈল বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড়জনে চায়॥

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যাকালে চক্রবাক্ চাহে যেন লক্ষ্যে।
এক চক্ষে তরুণী তরণী আর চক্ষে॥
মাধী বলে আগে যাউন ছোটমা'র ঘরে।
তারপরে যাবেন যেখানে মন ধরে॥
সাধী বলে মাধী তোর সাক্ষী কেবা মানে।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে॥
ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয়॥
আগে বড় পিছে ছোট বিধির প্রকট।
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট॥
কোন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঁজী॥
মাধী বলে আলো সাধী চুপ করি থাক।
আমি জানি বিস্তর অমন এঁড়ে ডাল॥
সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটি।
ছোটর নিকটে মাধী গেল ছুটাছুটি॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দু' সতিনী ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

BANGLADARSHAN.COM

সাধী-কৃত মাধীর নিন্দা

কি কর চল তাড়াতাড়ি গো ছোট-মা,
তোমার নাম কয়ে ঠাকুরে আনু লয়ে
বড়-মা করে কাড়াকাড়ি।
সে যদি আগে লৈল সেই ত রাণী হৈল
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি॥
সে পতি লয়ে রবে তুমি পাইবে কবে
ঘুচিল শোঁজি পাড়াপাড়ি।
ভুলিয়া তার ভাবে পতি না তোরে চাবে
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি॥

রান্ধিয়া দিবে ভাত ফেলিবে আঁটুপাত
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি।
সাধী হারামজাদী এখনি হইল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি॥
সাধী যে কথা কৈল মোরে সে শেল রৈল
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি।
করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কোন্দল গেল মাড়ামাড়ি॥
ঠাকুরে ভুলাইব তোমারে আনি দিব
আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি।
দু সতীনের ঘর পতিরে ঘুচে ডর
কোন্দলের হয় বাড়াবাড়ি॥
দু'জনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে
ভারত কহে আড়াআড়ি॥

BANGLADARSHAN.COM

পতি লয়ে দুই সতীনে ব্যক্তোক্তি

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥
রাধা পীতধড়া ধরে চন্দ্রাবলী ধরে করে।
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার॥
কেহ বা মোড়ায়ে অঙ্গ কেহ করে ভুরু-ভঙ্গ।
হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥
সকলে সমান ভাব সকলে সমান হাব।
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার॥
সব গোপী এক সাথে লুটিলেক গোপীনাথে।
ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার॥
মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা।
দেউড়ীর কাছে গিয়া হৈল উপনীতা॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈল নমস্কার।

আঁখিটারে সম্ভাব করিলা মজুন্দার॥
পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥
বড়দিদি দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উহারি মন্দিরে আগে যান॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা।
দু'জনে সম্মুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥
দু'সতীনে কোন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।
সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার॥
দুজনার ঘরে গিয়া দুই জন থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাগে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥
এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল।
দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল॥
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লইতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড় দিদি বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধার লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখনি তখনি ছিনু দড়॥
ভিন ছেলে কোলে আর দড় হবে কবে।
আট পিটে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥
এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥

BANGLADARSHAN.COM

তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
নুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥
চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিষ্কার।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥
চন্দ্রমুখী তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখী মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয়॥
ক্ষণেক বদন-চন্দ্র চাকহ অম্বরে।
শুনি দেখি পদ্মমুখী কি উত্তর করে॥
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন॥
মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়।
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥
হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিলা অম্বর।
পদ্মমুখী মুখপদ্মে হৈলা মধুকর॥
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার॥

BANGLADARSHAN.COM

ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ

সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় নারী করি তার মনোহারী
ক্ষণেক করিল কাম-খেলা॥
ছেলেপিলে নিদ্রা গেলা চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর॥
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হয়ে দুয়ে ছিলা দুঃখ সয়ে

আমাদেখি বাসসজ্জা হৈল।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে
দেহুড়ীতে অভিসার কৈল॥
কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
বিপ্রলব্ধা হইয়া দুজনে।
এখন ইহার লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে॥
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা ইনি প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা তিনি
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
তারে গিয়া হৃদে ধরি স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা করি
নহে নব কামিনী-ঘাতক॥
রাত্রিশেষে গেলে তথা ক্রোরে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় সুখী॥
তার কাছে গালি খেয়ে এখানে আসিব ধেয়ে
ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা।
সেইখানে যাহ কয়ে দেখাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে
একে দুই কলেহান্তরিতা॥
রাত্রি যাবে এইরূপে ডুবে রব কামকূপে
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখন যদ্যপি যাই তবে দুই কুল পাই
সম হয় দুঁহার বিহার॥
দুই প্রহরের ঘড়ী গরজয়ে তড়তড়ী
মজুন্দার বাহির হইলা।
ওথা ঘরে পদ্মমুখী ভাবেন অন্তরে দুখী
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥
সোহাগেতে ভুলাইয়া মোরে ঘরে পাঠাইয়া
আনন্দে রহিলা বড় লয়ে।
গেল রাত্রি দুই পর এখনো না এল ঘর
এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুলবাণ বাণফলে অঙ্গ দেই ধরাতলে
ঘরে বারি করে কতবার।
এই অবসর পেয়ে মন পলাইল ধেয়ে
শরের বুঝিয়া খরধার॥
হেনকালে মজুন্দার বেগে ঘরে এল তার
মন আইল বেগ শিখিবারে।
মদন প্রহরী ছিল খর শর ছাড়ি দিল
দুজনে বিন্ধিল এক ধারে॥
কথায় না সহে ভর দুঁহে কামে জরজর
কামক্রীড়া করিল বিস্তর।
ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর
বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর॥

মজুন্দারের রাজ্য

BANGLADARSHAN.COM

ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে রে।
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈল বাগুয়ান মাঝে রে॥
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধোঁ ধোঁ দামামা সাজে
ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্ বাজে রে।
ঘড়ি বাজে ঠন্ ঠন্ ঘণ্টা বাজে রন্ রন্
গন্ গন্ গজঘণ্টা বাজে রে॥
ভাঁড়াই করিছে ভাঁড় চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়
সেপাই সমুখে পুর সাজে রে।
ভবানী সহায় হাঁকে নকীব সেলাম ডাবে
দেওয়ান বসিল রাজকাজে রে॥
নব গুণে নব রসে ভুবন ভরিল যশে
চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ রাঙ্গা-পদ ছায়া
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্র রাজে রে॥

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার॥
ঘড়ীয়াল ঠন্ ঠন্ বাজাইছে ঘড়ী।
চোপদার সম্মুখে দাঁড়ায়ে লয়ে ছড়ী॥
দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরী।
খাজাঞ্জী নিযুক্ত হৈলা বিবেচনা করি॥
সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মহুরীর রাখিল হিসাব করি রফা॥
ফরমানে মত সব সনন্দ লিখিয়া।
মফঃস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেন সবে চতুর্গুণ তার॥
এইরূপে রাজত্বে যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥
হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভদিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া॥
পৌষ মাঘ ফালগুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

BANGLADARSHAN.COM

অন্নদার এয়োজাত

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরু তলে গিয়া ভেটি মুরারি॥
রাধা রাধা করে মোহন-মন্ত্রে,
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলীযন্ত্রে,
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে,

যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ,
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ,
সাজিয়া আইল মদনরাজ।
তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জরশুয়া,
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া,
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া,
কেহ লহ পাখা জলের ঝারি।
সে মোর নাগর চিকণকালা,
তারে সাজে ভাল বকুলমালা,
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা,
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥
অন্নপূর্ণাপূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥
BANGLADARSHAN.COM
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণ।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা॥
রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রুমা।
অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী ঊষা উমা॥
সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী॥
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণা কালিন্দী কামিনী॥
কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী।
রাজ্যেশ্বরী ব্রজেশ্বরী বিশ্বেশ্বরী সারী॥
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী।
পরশী পরমা পদ্মা পাবনী পার্ব্বতী॥

ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিনী রাধিকা রাণী রম্যানী রুদ্রাণী॥
শারদা সুশীলা শ্যামা সুমতি সর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী॥
ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
ক্ষেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী॥
সোনা রূপা মুক্তা পলা মাণিকী রতনী।
মল্লিকা মালতী চাঁপা শশিমুখী ধনী॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী।
নীলী ভেকী ছকী লকী লেলী ফেলী বারী॥
বিধুমুখী সীধু সাধু শচী মন্দোদরী।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী॥
সোহাগী সম্পত্তি শান্তি সয়া সুরধুনী।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী॥
দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী।
ভারতী ভুবনেশ্বরী টিলা টুনী টেবী॥
নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী।
জয়ন্তী জাহ্নবী যুথি জিতা যাদু জানি॥
কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী।
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥
আনন্দী আমোদী অম্বী অতুলী আদুরী।
মাতী ষাটী সুধামুখী সর্ব্বাণী সুন্দরী॥
চিত্রলেখা মনোরমা সুখী মৌনবতী।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভুতি ভানুমতী॥
শশিমুখী সত্যবতী সুরা সুরেশ্বরী।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী প্যারী পারী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী॥
কার ছেলে কান্দে কার ছেলে চলে যায়।
কার কোলে ছেলে কার ছেলে মারি খায়॥
বুড়া আইবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী।

BANGLADARSHAN.COM

ঘন বাজে ঘুণু ঘুণু কঙ্কণ কিঙ্কিণী॥
কেহ বলে এস সই হলে সেঙাতিণী।
ঠাকুরাপী ঠাকুরঝি নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন-বউ বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী॥
কার বেণী কার খোঁপা কার এলো চুল।
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥
তার মধ্যে কতকগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী-পূজা বাস ভূষা দিয়া॥
সবাকার দিল তৈল সিন্দুর চিরুণী।
কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি॥
নিজবাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥

BANGLADARSHAN.COM

রন্ধন

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ-বাড় গিয়া।
পরম আনন্দে দেহ পরমান্ন নিয়া॥
তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে।
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া॥
এক হাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র।
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া॥
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে।
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া॥
পরশিয়া অন্ন-সুধা ভারতের হয় ক্ষুধা।
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥

ভোগের রন্ধন-ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥
স্নান করি করে রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখে পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রন্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে।
মুগ মাষ বরবটি বাটুল মটরে॥
বড় বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধ থোড় ডাল্‌না সুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি-রসে গুঁড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বাত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য-মাংসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
শিকপোড়া ঝুরা কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিতা দিয়া পচা-মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শোল মাছে ঝোল চড়চড়ী।
আর রান্ধে আদা-রসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আয় মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত॥
বড় কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।

BANGLADARSHAN.COM

গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগমাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেচকী সমসা॥
অন্য মাংস শিকভাজ কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া॥
মৎস মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মাড়ার॥
অম্বল রান্ধিয়া বামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বুড়া এলো আসিকা শীষুষী পুরী পুলী।
চুষি রুটী রামরোট মুগের শামুলী॥
কালবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজা পুলী।
সুধারুচি মুচমুচি পুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা রাজবর চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধুলী লক্ষ্মী যার॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
মোটা সরু ধানের তণ্ডুল তরতমে।
আশু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥
দলকচু ওলকচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাস্য কালামনা রায় পানিভরা॥
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুদি।
শুয়া শাহী হারলেবু গুয়াখুরি সুঁদি॥
বিশালি পোয়াল বিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি বাবুরছড়ী চিনা ধলবার॥
দাসুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি॥

BANGLADARSHAN.COM

কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে।
ধূলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালি ভুরা বেণাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥
মাকু মেটে মসিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে॥
সুধা দুধকমল খড়িকামুটী রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতি।
কদমা কুসুমাশালি মনোহর অতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দানার গুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

অন্নদার পূজা

অশেষ উপচার আনি মজুন্দার
পূজেন অন্নদা-চরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পূজিয়ে বিধান যেমন॥
ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
কিবা কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেশ॥
বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নট যত
গায়ক নটী রামজনী।
যতেক রামাগণ পরম হৃষ্ট মন

করহে হুলু হুলু ধ্বনি॥

পড়িয়া সূর্য্য সোম পূজান্তে অন্নহোম
ভোগের অন্ন আনি দিলা।
করিয়া দক্ষিণান্ত হইয়া দান্ত শান্ত
জাগিয়া নিশা পোহাইলা॥
হইয়া যোড়পাণি পড়েন স্তুতিবাণী
পরমজ্ঞানী মজুন্দার।
কি কব ভাগ্য-লেখা অন্নদা দিলা দেখা
ধরিয়া ধ্যানের আকার॥
দেখিয়া অন্নদা পুলকে পূর্ণকাম
মোহিত হৈলা মজুন্দার।
অন্নদা কন কথা যে কেহ ছিল তথা
কেহ না দেখে শুনে আর॥
কহেন দেবী সুখী কোথা লো চন্দ্রমুখী
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসী শাপে ভূতলে আসি
ভুলিয়া নাহি চিন আমা॥
এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ
মনে না করে পূর্ব্বকথা।
আমার ইতিহাস করিলা প্রকাশ
এখন চল যাই তথা॥
অষ্টাহ গীত-কথা কহেন দেবী তথা
শুনেন ভবানন্দ রায়।
অন্নদা-পদতলে বিনয় করি বলে
ভারত অষ্টমঙ্গলায়॥

BANGLADARSHAN.COM

অষ্টমঙ্গলা

শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়

শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
প্রথম মঙ্গল শুন সৃষ্টি করি তিনগুণ
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে পতিভাবে হরে লয়ে
দক্ষ যজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥
দ্বিতীয় হেমন্ত-ধামে জনমিনু উমা নামে
মোর বিয়া হেতু কাম হৈল।
বিয়া হৈল হর সঙ্গে হরগৌরী হৈনু রঙ্গে
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥
তৃতীয় শিবের সঙ্গে কোন্দল করিয়া রঙ্গে
ভিক্ষাহেতু তাঁরে পাঠাইনু।
পানপাত্র হাতা লয়ে অন্নপূর্ণারূপা হয়ে
অন্ন দিয়া শিবে বাঁচাইনু॥
কাশীমাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মন্দিরে।
BANGLADARSHAN.COM
করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিয়া মোর
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥
চতুর্থেতে বেদব্যাস নিন্দা কৈল কৃত্তিবাস
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায় আমি অন্ন দিনু তায়
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥
সেই ব্যাস তার পরে ব্যাস বারাণসী করে
মোর উপাসনা করে বসি।
বুড়ী রূপে আমি গিয়া বাক্যচ্ছলে শাপ দিয়া
করিনু গর্দ্দভ-বারাণসী॥
কুবেরের অনুচরে বসুন্ধরা বসুন্ধরে
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু।
হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ীরূপে আমি গিয়া
ঘুঁটে বেচা ছলে বর দিনু॥
পঞ্চমে শাপের ছলে আনিনু ধরণীতলে
নলকুবরের এই গ্রামে।

ভবানন্দ তুই সেই চন্দ্রিণী পদ্মনী সেই
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে॥
পরে হরিহোড়ে ছাড়ি আইনু তোমার বাড়ী
ঝাঁপিরূপে পাইলা আমার।
আসিয়াছি তোর ঘরে শুন কহি তার পরে
প্রতাপ-আদিত্য ধরিবারে॥
এল মানসিংহ রায় দেখা হেতু তুমি তায়
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে।
মানসিংহ শুনি তথা বিদ্যাসুন্দরের কথা
জিজ্ঞাসিল বিশেষ তোমায়॥
ইতিহাসচ্ছলে সুখে শুনিনু তোমার মুখে
আদ্যরস সুন্দর-বিদ্যায়।
পূজি মোর কালীরূপ সুকবি সুন্দর ভূপ
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥
হীরা নাম মালিনীর ঘরে উত্তরিল ধীর
শুনিল বিদ্যার রূপ-গান।
গাঁথিয়া দিলেক মালা তুলে বিদ্যা রাজবালা
দুঁহে দেখা রথের নিকটে॥
মোর বরে সন্ধি হৈল গন্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল
বাসর বঞ্চিল অকপটে।
ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি বিদ্যাপদ্মিনীর রবি
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল॥
কপট-সন্যাসী হৈল রাজার সাক্ষাৎ কৈল
নানামত বিহার করিল।
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি
কোটাল ধরিতে গেল চোরে॥
নারীবেশে চোর ধরে রাজার সাক্ষাৎ করে
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোরে।
সপ্তমেতে আমি গিয়া কালীরূপে দেখা দিয়া
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে॥
বীরসিংহ পূজা কৈল মোর অনুগ্রহ হৈল

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে।
এই ইতিহাস সুখে শুনিয়া তোমার মুখে
মানসিংহ এল তোর ঘরে॥
সপ্তাহ বাদলে তারে নানামত উপহারে
তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে।
ভেদ পেয়ে তোর মুখে মোর পূজা দিয়া সুখে
মানসিংহ যশোহরে আউল॥
প্রতাপ-আদিত্যে ধরি লইলা পিঞ্জরে ভরি
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল।
তুমি মোর পূজা দিয়া কুতূহলে দিল্লী গিয়া
পাতশায় ক্রোধে বন্ধ হৈলা॥
তুমি পাতশার ডরে নত হয়ে ভক্তিভরে
একমনে মোরে স্তুতি কৈলা।
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে ডাকিনী যোগিনী লয়ে
উপদ্রব করিনু সহরে॥
পাতশা জানিয়া মোরে রাজাই দিলেক তোরে
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে।
অষ্টমেতে তুমি সেই মোর পূজা কৈলা এই
আমি অষ্টমঙ্গলা করিনু॥
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু।
শুন শুন অরে ভবানন্দ॥
মোর অষ্টমঙ্গলায় অমঙ্গল দূরে যায়
শুনিলে না হয় কভু মন্দ।
অন্নদা অষ্টাহ গীত রচিবারে নিয়োজিত
লৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়॥
বড়িয়া গোবিন্দ-পায় রায় গুণাকর গায়
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায়॥

BANGLADARSHAN.COM

রাজার অন্নদার সহিত কথা

মোরে তারহ তারিণী।
অভয়া ভয়হারিণী॥
অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী সারদা
জয়ন্তী জয়কারিণী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
ত্রিপুরা ত্রিশূলধারিণী॥
মহিষমর্দ্দিনী মহেশ-মোহিনী
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী সর্ব্বাণী রুদ্রাণী
ভয়ার্ত্ত-চিত্তচারিণী॥
এইরূপে পূর্ব্বকথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া॥
মোহ গেল জাতিস্মর হৈল তিন জন।
দেখিতে পাইলা সব পূর্ব্ববিবরণ॥
মজুন্দার কন আর হেতা নাহি কাজ।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানা ছন্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে॥
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যৎ কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই॥

BANGLADARSHAN.COM

গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব-সোসর॥
দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন॥
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥
তিন পুত্র রুদ্রের হবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম॥
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভা সিংহ আদি রাজবাজি।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমরাজী॥
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে।
রাজ্যই করিবে রামজীবন আনন্দে॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥
গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়।
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়॥
ভূমিদান দিয়া দর্প রাজধর্ম্মবলে।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান্।

BANGLADARSHAN.COM

কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥
শকে আগে মাতৃকা যোগিণীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরাণা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মূরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীত পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥
সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরসী॥
জ্ঞানবান্ হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রবিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গলার প্রকাশিবেক সংসারে॥
ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠে আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগত-ঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥

BANGLADARSHAN.COM

যে জানে করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরুপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গ যাত্রা

ভবানন্দ মজুন্দার সুতে দিয়া রাজ্যভার
বাপ-মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্বকথা মনে করি বসিলেন ধ্যান ধরি
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥
সীতারাম মজুন্দার করিছে হাহাকার
প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ সব শোকে অচেতন
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা অলকা-পথে
যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে সখীগণ চারি ভাগে
পিছে নলকূবর চলিলা।
কুবের যক্ষের পতি শোকেতে পীড়িত
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা॥
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে কুবের সানন্দ হয়ে
পূজা কৈলা অন্নদা-চরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে দেবী গেল তুষ্ট হয়ে
কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥
অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিত অর্পণা অপরাজিতা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অবিকারা অনুপমা অরুন্ধতী অনুত্তমা

BANGLADARSHAN.COM

অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা॥
ক্ষুধাহরা ক্ষমাদরা ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষমাকরা
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি কত
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষমতা॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেইমত রচিলা বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥